Narajole Raj College

Department of Education

DSE1AT-Great Educators

Unit-1

Prof.Sk Idrish Ali

শ্রীঅরবিন্দ(1872-1950)

শ্রীঅরবিন্দের জীবনী সংক্ষেপ :

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ১৫ আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে ইংল্যান্ডে যান। ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করেন ।১৮১৩ খ্রি . ভারতে আসেন ও উপাধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন । ১৯০৫ খ্রি .তিনি স্বদেশি বয়কটের মহা আন্দোলনে যোগ দেন ।এই বছরে ' বন্দেমাতরম ' পত্রিকার অন্যতম ডিরেক্টর হন । ১৯০৮ খ্রি . রাজদ্রোহী বলে ধৃত হয়ে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন । চিত্তরঞ্জন দাস তাকে মুক্ত করেন । জেলে তার চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয় ।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করেন । পরে পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রম তৈরি হয় এবং সেখানেই তিনি অবশিষ্ট জীবন কাটান । অরবিন্দ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিচেরী আশ্রমে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন । এখানে তিনি তার শিক্ষাচিন্তাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেন । ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তার এই বিদ্যালয় আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র অরোভিলে ’ - এ পরিণত হয় । অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন । তার চেষ্টায় Bengal - Technical Institute প্রতিষ্ঠিত হয় । এই প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত ।

অরবিন্দের শিক্ষাদর্শন:

অরবিন্দ অধ্যাত্ম শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে বলেছেন । অরবিন্দ দার্শনিক

চিন্তার দিক থেকে ভাববাদী। অরবিন্দ মতে শিক্ষার লক্ষ্য হল , স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক জীবনের জন্য মনুষকে তৈরি করা । শিক্ষার সাহায্যে এমন বিকাশ ঘটাতে হবে যাতে ব্যক্তির ও জাতির অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম শক্তি জাগ্রত হয় । অরবিন্দ মনে করতেন শিশুর মন একটি চারাগাছের মতো এটি তার প্রকৃতি অনুযায়ী শাখা - প্রশাখা বিস্তার করে বেড়ে ওঠে । একটি অন্তর্নিহিত শক্তি তাকে তার পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায় । বয়স্কদের ইচ্ছা ও বিশ্বাস বাইরে থেকে তার উপর চাপিয়ে দিলে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায় ।শিক্ষাক্ষেত্রে অরবিন্দ বর্তমানকে গুরুত্ব দিলেও অতীত এবং ভবিষ্যৎকে অবহেলা করেননি । তার মতে অতীত হল বুনিয়াদ , বর্তমান হল মালমশলা এবং ভবিষ্যৎ হল তার লক্ষ্য ।

শিক্ষার লক্ষ্যঃ N.R.C.Edu.Sk.I.Ali

মানুষের ভিতর যে সম্ভাবনা রয়েছে তাকে বিকশিত করাই হল শিক্ষার কাজ । অরবিন্দ ইংরেজ আমলের শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন । সে যুগে স্কুল - কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হত তা জাতির আত্মা মন ও চরিত্রকে কলুষিত করেছে। ব্রিটিশ যুগের শিক্ষার লক্ষ্য , পদ্ধতি বিষয়বস্তু সবটাই ছিল বিদেশি , এদেশের মাটির সঙ্গে তার কোন সংযোগ ছিল না।। তাই অরবিন্দ , বিবেকানন্দের মতো শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাচ্যের কৃষ্টির সমন্বয় চেয়েছেন ।

শিক্ষাপদ্ধতিঃ

শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে অরবিন্দ বলেন , শিশুর কাছে জ্ঞান এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে যাতে শিশু জানা থেকে অজানাতে (From known to unknown) যাবার সুযোগ পায় । শিশুর শিক্ষা তার পরিবেশ থেকে শুরু হবে । শিশুকে প্রথমে তার আশেপাশে পরিচিত জিনিসের ভিতর দিয়ে নিয়ে তাকে দূরের অজানার সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে হবে।

শৃঙ্খলাঃ

শৃঙ্খলা জোর করে বাইরে থেকে শিশুর শৃঙ্খলা চাপিয়ে দেবার পদ্ধতি তিনি সমর্থন করেননি। পোশাক - পরিচ্ছদ পরিধান ও বেশভূষা সম্পর্কে কায়দা - কানুন কিছুটা অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে । কিছু সামাজিক আচার - আচরণও তাকে শেখাতে হবে ।

শিক্ষকের গুণাবলী ও ভূমিকাঃ N.R.C.Edu.Sk.I.Ali

শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে শিক্ষার সাফল্য। তাই শিক্ষক হবেন স্থিতবুদ্ধি , সহনশীল অক্রোধী ঋষি, বীর ও মহাযোগী। তার অহংবোধ এবং একদর্শিতা থাকবে না । শিশুর মধ্যে তিনি নান আচরন জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন ।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তা হল মানবমনকে জানা ।কারন যথার্থ শিক্ষার প্রথম নীতিই হল কাউকে কিছু শেখানো যায় না। শিশু নিজেই শেখে — শিক্ষক তাকে সাহায্য করেন মাত্র । অরবিন্দ বলেছেন , ' The teacher is not an instructor or task master . He is a helper and guide ,

কল্পনার বিকাশঃ

অরবিন্দ বলেছেন , ' Every child is a creator ' . সকল শিশুই কিছু সৃষ্টি করতে পারে ।সকল শিশুর মধ্যেই কল্পনা করার ক্ষমতা আছে ।

মনোযোগঃ

পড়াশোনায় শিশুকে মনোযোগী করা কঠিন ব্যাপার। শিক্ষার বিকাশে আমাদের মনোযোগ সবসময় একটি বিষয়ে আবদ্ধ থাকতে চায় । কিন্তু একইসঙ্গে বহুবিষয়ে মনোযোগ দেবার ক্ষমতা লাভ করতে হলে রীতিমতো অভ্যাসের প্রয়োজন । উচ্চতর কর্মক্ষেত্রে একটি বিষয়ে দীর্ঘসময় মনোযোগ দিলে চলে না।

শারীরশিক্ষাঃ

অরবিন্দ বলেছেন শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল সম্পূর্ণতা লাভ করা । কিন্তু দেহকে অবহেলা করলে পূর্ণতা আসে না । দেহকে পূর্ণরূপে গঠন করাও শারীরশিক্ষার একটি বিশেষ লক্ষ্য হবে (The perfection of body must also become the ultimate aim of physical education) । অরবিন্দ শিশুর মন ও শরীর উভয়ের সম্যক গঠনের উপর গুরুত্ব দিলেন ।

ভাষাশিক্ষাঃ

N.R.C.Edu.Sk.I.Ali

অরবিন্দ শিশুকে প্রথমেই বহুভাষা শিক্ষা দেবার বিরোধী ছিলেন । তিনি বলেছেন , শিশুকে একটি ভাষাই শিক্ষা দিতে হবে । একটি ভাষা ভাল করে ব্যবহার করতে পারলে , তখন শিশুকে অন্য একটি ভাষা শেখানো যেতে পারে । একটি ভাষা ভাল করে শিখলে অন্য ভাষাটিও ভালভাবে শেখা যায় । একটি ভাষা বলতে এখনে অরবিন্দ বলেছেন মাতৃভাষা ।

জনশিক্ষাঃ

জনশিক্ষার দরকার জাতির উন্নতির জন্য । তিনি মনে করতেন যতদিন না দেশের সর্বসাধারণ শিক্ষিত হচ্ছে ততদিন কিছুই হবে না । Civilisation can never be safe so long as confining the cultured mentality to a small minority .

নৈতিক শিক্ষাঃ

শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের জন্য নৈতিক শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন --শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে বাদ দেবার অর্থ সমস্ত জাতিকে কলুষিত করা। নীতি শিক্ষার প্রধান কাজ হল বিচারবোধ জাগিয়ে তোলা । হুকুম করা বা চাপিয়ে দেওয়া নয় । নীতিবোধ আসে ব্যক্তিগত জীবনাদ।

জাতীয় সংহতিঃ

জাতীয় সংহতির প্রতি স্বদেশপ্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধ না থাকলে জাতীয় সংহতি আসে না । অরবিন্দ বলেছেন- , আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষ অখণ্ড ও অবিভাজ্য । ভারতের বর্তমান তার অতীত ঐতিহ্যে নিহিত এবং তার সামনে রয়েছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ' যদি ভারতের প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন সন্ধ্যায় দশ মিনিট করে চিন্তা করে ' আমরা এক , আমরা এক , তাহলে এমন কোনো শক্তি নেই যা আমাদের ভাবাতে পারে আমরা বিভক্ত । একই চিন্তা যখন সকলে করবো তখন কোনো শক্তি ভেদ ভিন্নতা আমাদের আলাদা করতে পারবে না ।

N.R.C.Edu.Sk.I.Ali

পরিষেশে বলা যায় যে, তিনি শিক্ষাকে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাচ্যের কৃষ্টির সমন্বয় চেয়েছিলেন ।